অভিসরণ
A Multilingual International Peer-Reviewed Research Journal
Volume 1, Issue I, January 2026, PP. 59-62
www.abhisaron.com
ISSN-3139-4027

নাগার্জুন ও দেরিদা: শূন্যবাদ ও বিনির্মাণ

ড. সুস্নাত জানা
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, মেদিনীপুর কলেজ (অটোনমাস)

নাগার্জুন (আনুমানিক ১৫০-২৫০ খ্রি:) ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক। তিনি মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের মাধ্যমিক শাখার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি 'প্রজ্ঞাপারমিতাসূত্র' দর্শন গ্রন্থের প্রস্থাপক। কিছুকাল তিনি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধানের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। নাগার্জুনের জীবনের ইতিহাস নাগার্জুনের মৃত্যুর শতাধিক বছর পর চিনা ও তিব্বতী ভাষায় লিখিত হয়। তিনি সাতবাহন রাজবংশের রাজার উপদেষ্টা ছিলেন অমরাবতীতে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে ধারণা করা হয় তিনি ১৬৭ খ্রি থেকে ১৯৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজা সাতকর্ণীর সময়ে বর্তমান ছিলেন। নাগার্জুন -এর জীবনকাল ১৫০ থেকে ২৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ধরা হয়। সম্ভবত ব্রাহ্মণ সন্তান নাগার্জুন পরে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। নাগার্জুন তাঁর জীবনের শেষ পর্বে শ্রী পর্বতের পাহাড়ে বসবাস করতেন যা বর্তমানে ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশের নাগার্জুনকোণ্ডা বা নাল গুন্ডা বা গুন্টুর জেলা নামে পরিচিত।

নাগার্জুন বুদ্ধের শূন্যবাদকে প্রতিষ্ঠা, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেন। শূন্যতার দর্শন বুঝায় যে সকল বস্তুর ধারণা এবং ঘটনা তাদের নিজস্ব পরিচয়ে অস্তিত্বশীল নয়। অর্থাৎ সকল বস্তুরই কোন পরম স্থির বা স্বাধীন সত্তা বা অস্তিত্ব নেই। তাদের সত্তা সম্পূর্ণ রূপে পরস্পর নির্ভরশীল অন্য সব সত্তার উপর প্রতিষ্ঠিত। বৌদ্ধ 'প্রতীত্যসমুৎপাদ' তত্ত্ব এই অন্যের ওপর নির্ভরশীলতাকে বোঝায়। এর অর্থ হল প্রতিটি মুহূর্ত উৎপন্ন হয় আবার পরক্ষণেই তা বিলীন হয়ে যায়। একটি বস্তুর সত্তা বা অস্তিত্ব বিলীয়মানের মুহূর্তে অন্য একটি বস্তু বা সত্তার জন্ম দেয়। আবার পরক্ষণেই তা হারিয়ে যায়। এভাবেই তারা একে অন্যের নির্ভরশীলতার উপর প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ প্রতীত্যসমুৎপাদ হল নির্ভরশীলতার শর্ত। এর দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে কোন কিছুর স্বাধীন উৎপত্তিস্থল নেই বরং তা অন্য কিছুর কারণে উৎপন্ন হয়েছে এই চিন্তাই বলে যে মানুষের মনে কোনোকিছুর স্থায়ী অস্তিত্বের ধারণাটি ভুল। আমরা প্রত্যেকেই মনে করি যে প্রতিটি বস্তুর একটি স্থায়ী সত্তা আছে। যা তাকে অন্য বস্তু থেকে আলাদা করে। শূন্যতার দর্শন এই ধারণাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে, ভেঙে দেয়। যখন আমরা একটি 'বাড়ি'র কথা বলি তখন তার একটি ধারণা বা ছবি আমাদের মধ্যে ভেসে ওঠে কিন্তু কোন বাড়িই কি তার নিজস্ব সত্তায় অস্তিত্বশীল বাড়ি। এই ধারণাটি দাঁড়িয়ে আছে অনেকগুলি আনুষঙ্গিক সম্পর্ক বা অবয়বের উপর। ওই সমস্ত আনুষঙ্গিক সম্পর্কগুলি স্থানচ্যুত হলে বা কোন

একটি সত্তার বিলুপ্তি বা সংস্থান গত পরিবর্তন ঘটলে বাড়ির ধারণাটিও বদলে যায়। বা না থাকতে পারে। যেমন কেবলমাত্র দেয়াল একটি বাড়ি নয় বা কেবলমাত্র ছাদ কিংবা টালির চাল বাড়ি নয়। কিংবা একটি দরজা বাড়ি নয়, ইত্যাদি। এরকম আনুষঙ্গিক সত্তার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হলে বাড়ির ধারণাটিও বিলুপ্ত হয়। অর্থাৎ বাড়ির কোনো নিজস্ব বা স্বাধীন অস্তিত্ব নেই। কেবলমাত্র কতগুলি সত্তা একত্রে মিলিত হয়ে একটি বস্তুর ধারণা তৈরি করে সেই সত্তাগুলি বিলুপ্ত হলে ওই বস্তুর ধারণাটিও বিলুপ্ত হয়। তখন তা অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে।

ঠিক একইভাবে এটি আমাদের ব্যক্তি সত্তা বা আত্মার ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। বৌদ্ধ দর্শন অনুসারে আমি বা আত্মার কোনো স্থায়ি সত্তা নেই।আমাদের ব্যক্তিসত্তা হল আবেগ, অনুভূতি, স্মৃতি, চিন্তা ও শারীরিক উপাদানের একটা ক্ষণস্থায়ী প্রবাহ। বৌদ্ধ দর্শন অনুসারে অনাত্মা বোঝাতে মোমবাতির শিখা বা নদীর উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। তাও সেই প্রবহমানতাকে প্রমাণ করে।যা কতকগুলি খণ্ড ও ছিন্ন অংশের সমবায়। অর্থাৎ এই মতে সুখ, দঃখ, আনন্দ, বেদনাও ক্ষণস্থায়ী। এই উপলব্ধি আমাদের দুঃখ, বেদনা ও আসক্তির হাত থেকে মুক্তি পেতে সহায়তা করে।

বুদ্ধের মূল শিক্ষা ছিল 'অনাত্মা' বা আত্মাহীনতা। তাঁর মতে কোনো কিছুরই কোনো স্থায়ী বা অপরিবর্তনীয় আত্মা নেই, এমনকি মানুষেরও। এই অনাত্মা ধারণাটি শূন্যতারই একটা রূপ। যখন কোনো কিছুর স্থায়ী সত্তা নেই, তখন তার অস্তিত্বকে শূন্য বলা যায়। আর সবকিছুই পরস্পর নির্ভরশীলতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ।

নাগার্জুন এইসব চিন্তাকেই মূলত আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন। তিনি তার 'মূলমধ্যমকারিকা' বইতে 'শূন্যতা'র দর্শনকে যুক্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি দেখিয়েছেন যে কোনো কিছুরই নিজস্ব প্রকৃতি বা 'স্বভাব' নেই। তাঁর পদ্ধতি ছিল 'প্রসঙ্গ' বা অপ্রীতিকর পরিণতি দেখানো। তিনি প্রতিপক্ষকে এমনভাবে যুক্তি দিতেন যাতে তাদের নিজস্ব মতবাদ স্ববিরোধী প্রমাণিত হয়। এর মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করেন যে কোনো সত্তার নিজস্ব অস্তিত্ব নেই, এবং এটাই 'শূন্যতা'। 'শূন্যতা'ই নাগার্জুনের চিন্তার মূল ভিত্তি। তবে এটা 'কিছুই নেই' এমন একটা ধারণা নয়, বরং এটা আমাদের দৈনন্দিন অস্তিত্বের প্রকৃতির একটা গভীর উপলব্ধি। এখান থেকেই আমি নাগার্জুনের 'শূন্যতা' ও দেরিদার 'বিনির্মাণ' (Deconstruction) কে অন্বিত করে উভয় দর্শন সম্পর্কের এক নতুন পাঠ নির্মাণ করি।

"জাক দেরিদার জন্ম ও বেড়ে ওঠা এক সংশয়দীর্ণ সমাজ রাষ্ট্রিক পারিপার্শ্বিক কাঠামোর মধ্যে। যে পরিবেশ তাঁকে শিখিয়েছে নিরন্তর অনুসন্ধিৎসু চলিষ্ণুতার সূত্রকে। এমন নক্ষত্র পথের পারস্পরিক বিক্ষোভ ও বিস্ফোরণের ভেতর থেকে তিনি দীপ্ত সূর্যের মতো সৃজিত হচ্ছিলেন।

.

১৯৩০-এ আলজেরিয়ায় দেরিদার জন্ম হয়। বাল্য-কৈশোরে বেড়ে উঠতে উঠতে দেখেছেন, সে দেশ ফরাসি উপনিবেশ থেকে মুক্তির জন্য সংগ্রামরত। জাতীয়তাবাদের সেই সূচনার মুহূর্তে ইহুদি-বিদ্বেষ ক্রমশ কুটিল করে তুলেছে দেশ ও জাতি বৈরীকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ইউরোপে তার কালো থাবা বসিয়েছে। ১৯৪২-৪৩-এ ফ্রান্সে আলোড়নকারী দু-জন লেখক ও চিন্তাবিদ কাম্যু এবং সাত্রে তাঁদের অসাধারণ গ্রন্থের প্রকাশ করেছেন। কামুর 'The Outsider' আর 'The myth of Sisyphus' ও সার্ত্রের 'Being and Nothingness'-এই উভয় চিন্তাবিদই বারো বছরের কিশোর দেরিদাকে সংশয়িত বিশ্বচেতনায় নতুন করে বাঁচতে শিখিয়েছেন, যে সময় মানুষের মৃত্যুর পরোয়ানা লেখা হয়ে চলেছে মহাযুদ্ধের মদমত্ত তাণ্ডবলীলায়। ১৯৪৫-এর বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তির ভেতর দিয়ে জানিয়ে গেল ইতিহাসের আবর্তনচক্র কি জটিল ও অনেকান্তিক। যুদ্ধ-পরবর্তী আলজেরিয়ার দ্বৈত শাসন অক্টোপাস ও জাতিদ্বন্দু দেরিদাকেও প্রভাবিত করল। একটি ইহুদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়েও তিনি বর্ষকাল বঞ্চিত ছিলেন জন্মসূত্রে ইহুদি পরিবারের সন্তান হওয়ার কারণে।" বর্তমান লেখকের "জাক দেরিদা ও বিনির্মাণ প্রসঙ্গ", পৃ-৭৭

'বিনির্মাণ' হলো একটা `পাঠ' (Text)-এর ভেতরের অন্তর্নিহিত কাঠামোকে উন্মোচন করার একটা পদ্ধতি। তিনি দেখিয়েছেন যে পশ্চিমী দর্শন Binary Opposition) 'যুগল বৈপরীত্য' ধারণার ওপর নির্ভরশীল, যেমন ভালো-মন্দ, আলো-অন্ধকার, সত্য-মিথ্যা, নারী-পুরুষ- এই যুগল বৈপরীত্যের মধ্যে একটাকে সবসময় অন্যটির চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। দেরিদা দেখিয়েছেন, যে পাশ্চাত্য দর্শনে 'উপস্থিতি' (presence)-কে 'অনুপস্থিতি' (absence)-এর চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়, যেমন আমরা 'কথা বলা' (spoken word)-কে 'লেখা' (written word)-এর চেয়ে বেশি যথোপযুক্ত মনে করি। কারণ কথা বলার সময় বক্তা ও শ্রোতা উভয়েই উপস্থিত থাকে। কিন্তু দেরিদার যুক্তি হলো যে লেখা ছাড়া কথার অস্তিত্ব প্রমাণ করা সম্ভব নয়। লেখার মাধ্যমেই কথা তার স্থায়িত্ব লাভ করে। তাই উপস্থিতি মূলত অনুপস্থিতির ওপর নির্ভরশীল। দেরিদা এই সম্পর্কের ভেতরের অসংগতিগুলি তুলে ধরেছেন। 'বিনির্মাণ'-এর উদ্দেশ্য হল এই অন্তর্বর্তী ভেদগুলিকে ভেঙে দেখানো যে কোনো পাঠের কোনো একক, স্থির অর্থ নেই। ফার্দিনান্দ দ্য স্যোশুরের মত অনুসারে চিহ্ন চিহ্নিত এবং চিহ্নকের দ্বারা নির্ণীত একটি ধারণা মাত্র। এটা কোনো চূড়ান্ত সত্যে পৌঁছায় না, বরং ভাষার সীমাবদ্ধতা আর পাঠের বহু অর্থকে তুলে ধরে। এখান থেকে খুব দূরে নয় বাখতিনের বহুস্বরতা।

এবার পাঠক লক্ষ্য করুন, নাগার্জুন ও দেরিদার দর্শনের মধ্যে আশ্চর্য মিলের দিকটি। দুজনই দেখিয়েছেন যে ভাষা বাস্তবতা বা কোনো ধারণার অন্তর্নিহিত সত্য প্রকাশ করতে ব্যর্থ। নাগার্জুন দেখিয়েছেন ভাষা বা বস্তু কোনো কিছুই নিজস্ব সত্তাকে প্রকাশ করতে পারে না, কারণ কোনো কিছুরই নিজস্ব সত্তা বা অস্তিত্ব নেই। যখন আমরা কোনো কিছুর নাম দিই, তখন আমরা তাকে

একটা কৃত্রিম অস্তিত্ব দিই, যা তার প্রকৃত সত্তা বা প্রকৃতির সঙ্গে মেলে না। আর দেরিদা বলেন যে, কোনো শব্দের কোনো 'চূড়ান্ত সত্য' (transcendental signified) অর্থ নেই। একটা শব্দের অর্থ সবসময় অন্য শব্দের ওপর নির্ভরশীল এবং এর অর্থ নিয়মিতই পরিবর্তনশীল। জাঁ পল সার্ত্রে এখান থেকেই Being and Nothingness এর ধারণা গড়েছিলেন।

নাগার্জুন বৌদ্ধ শূন্যতাকে মূলে এনে সত্তার ধারণাকে ভেঙে দেন। তার লক্ষ্য ছিল মানুষকে শূন্যতার প্রকৃতি বোঝানো, যাতে তারা বস্তুর প্রতি তাদের আসক্তি ত্যাগ করতে পারে এবং নির্বাণ লাভ করতে পারে। আর দেরিদা 'যুগল বৈপরীত্য'গুলিকে বিনির্মাণ করেন। তার লক্ষ্য ছিল চিন্তার ভেতরের লুকানো ক্ষমতা কাঠামোর পর্দা খুলে দেওয়া এবং নতুন বিনির্মাণের চিন্তাকে ব্যাখ্যা করা।

নাগার্জুন যেমন দেখিয়েছেন কোনোকিছুরই নিজস্ব বা স্বকীয় অস্তিত্ব বা সত্য নেই। সবকিছুই শূন্য। তার দর্শন কোনো নতুন 'সত্য' প্রতিষ্ঠা করে না, উপরন্তু প্রচলিত সত্যের ধারণাগুলিকে ভেঙে দেয়। আর দেরিদার 'বিনির্মাণ'ও কোনো চূড়ান্ত সত্যে পৌঁছায় না, বরং দেখায় যে কোনো পাঠের বা ধারণার কোনো একক, স্থির অর্থ নেই, তা মিলিত অসংখ্য ধারনার সমবায়। আবার তা থেকে অসংখ্য নতুন ধারনা ও পাঠ বিনির্মাণ করা সম্ভব। এখান থেকেই রঁলা বার্ত তাঁর 'the death of the author' এবং 'the pleasure of the text' ধারণার দর্শন গড়ে তুলেছেন।

গ্রন্থপঞ্জি:

১) সুস্নাত জানা, 'পোস্ট মডার্নিজম ও বাংলা কবিতা উত্তর আধুনিক চেতনা' দে'জ পাবলিশিং,

২) শিশির কুমার দাশ, ভাষাজিজ্ঞাসা, প্যাপিরাস

৩) মণি বাগচি, গৌতম বুদ্ধ: জীবন ও দর্শন, মৌসুমী প্রকাশন।

৪) অপূর্ব কুমার রায়, দেরিদা ও তাঁর বিনির্মাণ প্রসঙ্গে।

CC BY NC